ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে দুদকের অভিযানে ব্যাপক অনিয়ম উদঘাটন

(অভিযানের তারিখ: ৩০ জুলাই, ২০১৮ খ্রি:)

কয়েদিদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ এবং স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎকালে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিযান চালিয়েছে দুদক। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে (১০৬) আগত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে উপপরিচালক এস এম সাহিদুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশসহ ০৯ সদস্যের একটি টিম আজ (৩০/০৭/২০১৮ ইং, সোমবার) এ অভিযানে অংশ নেয়।

দীর্ঘ চারঘন্টাব্যাপী এ অভিযান প্রসঙ্গে এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী জানান, "কারা ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক অনিয়ম আছে, এটা তাদের System Failure। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। কর্তৃপক্ষকে সংশোধনের সময় দেয়া হয়েছে, নতুবা দুদক আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হবে। "

দুদক টিম কারাগারের ভেতরে ঢুকে হাসপাতাল এবং চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এছাড়াও কয়েদিদের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত পোশাক ও তৈজসপত্র উৎপাদন ব্যবস্থা পরিদর্শন করে দুদক টিম। কারাগারের খাদ্য প্রস্তুতকরণ, রান্না ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিদর্শন করে দুদক টিম ব্যাপক অনিয়মের সন্ধান পায়।

প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি নেওয়া হয়, দর্শনার্থীদের এরূপ অভিযোগের প্রেক্ষিতে ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়। দুদক টিম দর্শনার্থীদের প্রবেশ, সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন সরেজমিনে পরিদর্শন করে । দুদকটিম দেখে, এখানে ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। কয়েদিদের সাথে স্বজনদের সাক্ষাৎকার স্থলে স্থান সংকুলান হয়না এবং প্রচন্ড শব্দের ফলে দর্শনার্থীরা কিছুই শুনতে পায়না। দুদক টিম কারারক্ষীদের ডিউটি বন্টন রেজিস্টার পরীক্ষা করেন, তবে কারাবন্দিরা কারাগারে প্রবেশকালে চেক-ইন ব্যবস্থায় অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। একটি স্ক্যানিং মেশিন থাকলেও সেটি দীর্ঘকাল যাবত অচল রয়েছে বলে জানা যায়। উদঘাটিত নানাবিধ অনিয়ম ও সমস্যা দূরীকরণে দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দুদক টিম কারা প্রশাসনকে পরামর্শ প্রদান করে। দুদকের পক্ষ হতে দর্শনার্থীদের মধ্যে ঘুষ-দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতার জন্য দুর্নীতিবিরোধী পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয় এবং মাইকিং করে দুর্নীতি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ দুদক হটলাইনে (১০৬) জানানোর জন্য বলা হয়।